ভোরের কাগজ

তারিখ 20 AUG 1998 ... পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

অভিমত

# ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : বাজেট কি বর্ধিত বেতন-ফি'র কথা বলে?

## এ. এন. রাশেদা

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে কোষাধ্যক্ষের অভিভাষণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা খাতে ছাত্রদের বেতন-ফি বাড়ানো নিয়ে কিছু ছাত্র সংগঠন ও সাধারণ ছাত্ররা যে প্রতিরোধ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল, তা ৭০ শতাংশ কমানোর মধ্য দিয়ে আপাত নিষ্পত্তি হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে একটি বিষয় লক্ষণীয়, তা হলো, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি পথ অনুসরণ করেছেন। সরকার বাজেট প্রণয়নের আগে বা বাজেট পাসের পরে বিভিন্ন ইউটিলিটি যেমন বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন, পানি ইত্যাদির দাম বাড়ায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও একই পথ অনুসরণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ছাত্রবেতন, ভর্তি ফি ও অন্যান্য ফি বাড়িয়ে ১৯৯৭-৯৮ সালের সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার ১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরের বাজেটে যে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে সেখানেও আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ফি-খাতে বৃদ্ধি দেখানো হয়নি। শুধু বেতন খাতে বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে। হয়তো ১৯৯৯-২০০০ সালের সংশোধিত বাজেটে দেখিয়ে পাস করিয়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় '৭৩-এর গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ ভোগ করলেও সিনেটের বাজেট অধিবেশনে বেতন ও ফি সমূহ বর্ধিতকরণের বিষয় আলোচনা না করেই সংশোধিত বাজেটে অন্তর্ভুক্তিকরণের যে নীতি নিয়েছে, তাকে কি গণতান্ত্রিক বলা যায়?

বর্ধিত ফি-এর ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যতো যুক্তিই থাকুক, এর বিপক্ষে যে যুক্তিসমূহ আছে তা শোনার ব্যবস্থা যদি কর্তৃপক্ষ আগে করতেন তাহলে পরবর্তীকালে মিথ্যাচারের অপবাদ নিয়ে ৭০% কমানোর প্রশ্ন আসতো না। ১৫ জুন '৯৮ সিনেটের বার্ষিক অধিবেশনে উপাচার্য তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'ছাত্র ভর্তি হবে কেবল মেধার ভিত্তিতে তবে ফিসচার্জ করতে হবে অভিভাবকের আয়ের উপর ভিত্তি করে'। ঢালাওভাবে ফিসচার্জ বৃদ্ধিতে কি উপাচার্যের ওই ভাষণের প্রতিফলন আছে? একজন সিনেটর প্রশ্ন রেখেছিলেন, অভিভাবকের সঠিক আয় আপনারা কিভাবে নির্ধারণ করবেন এবং তা সম্ভবপর কিনা? উত্তরে উপাচার্য জানিয়েছিলেন, হ্যাঁ তা সম্ভব।

উপাচার্য সংবাদ সম্মেলনে দাবি করেছিলেন, একশ ভাগ শিক্ষকই এই বর্ধিত ফি-র পক্ষে। পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধে জনৈক শিক্ষক বলেছেন, 'একটি গরিব দেশের সরকারের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমূহ ব্যয়ভার বহন করা সহজসাধ্য নয়।' কেউ যদি প্রশ্ন করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবনভর চাকরির নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে সারা জীবনের ব্যয়ভার বহন করা এই গরিব দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কি সম্ভব? কেননা যেসব ধনী দেশের উদাহরণ দিয়ে নানা ধরনের ফি বর্ধিত করা হয়েছিল সে সব দেশের সঙ্গে আমাদের গড় আয়ের পার্থক্য যে আকাশ-পাতাল। আমেরিকার গড় আয় ২৪ হাজার মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের ২৭০ মার্কিন ডলার। সিঙ্গাপুর, জাপান, পাকিস্তান, ভারত এদের সবার গড় আয় যেখানে আমাদের চেয়ে বেশি সেখানে তাদের সাধারণ মানুষের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করা কি সঙ্গত? তারপরও ভারতে ছাত্রদের পড়ার খরচ বাংলাদেশের চেয়ে কম।

আমরা ছাত্রবেতন তুলনা করছি আমেরিকা বা ধনী দেশের সঙ্গে, যদি ওই সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ বা চাকরির শর্তের তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ হয় চুক্তি ভিত্তিতে। পড়াতে না পারলে শিক্ষক থাকা যায় না। ক্লাস অবজ্ঞা করে কনসালটেন্সি, দলাদলি বা এতো নির্বাচন করা যায় না। কেননা সেসব দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'গণতান্ত্রিক' অধ্যাদেশের অপব্যবহার নেই। চতুর্থ শ্রেণীর এতো কর্মচারীও নেই। শিক্ষকদের ক্লাস ও গবেষণার সঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠানে ল্যাবরেটরি সহকারীর কাজও করতে হয়। ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকদের মূল্যায়ন পদ্ধতিও সে সব দেশে আছে। শিক্ষকরা কেমন পড়ান, ছাত্রদের মূল্যায়নের ওপর অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চাকরিও নির্ভর করে।

মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগে ধনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাঝে এবং মুক্তবাজারের প্রবক্তা (হয়তো সকলে না) হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা চাকরির ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশের সুযোগ-সুবিধা যখন ভোগ করছেন, তখন ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে নিখরচায় প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগের দাবি যদি উত্থাপিত হয়, তাকে উপেক্ষা করা যাবে কোন যুক্তিতে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ফি বৃদ্ধির সঙ্গে আরো কিছু প্রশ্ন আসতে পারে, আর তার সঙ্গে অন্যদের সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ব্যাপারটি। যেমন সামরিক বাহিনীতে রেশনে, যে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায় যেমন আড়াই টাকা কেজি চাল, দুই টাকা কেজি আটা, সাড়ে আট টাকা কেজি তেল ইত্যাদি- তার দাম কি বৃদ্ধি করা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রামান বা গরিব দেশের কথা ভেবে? সচিবদের জন্য সার্বক্ষণিক গাড়িসহ যে নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, গরিব দেশের কথা ভেবে তার কি কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? এমনিভাবে মন্ত্রী বা এমপিদের সুযোগ-সুবিধা নিরন্ন, দরিদ্র, স্বাস্থ্যসেবার অধিকারবিহীন মানুষদের কাছে অন্যায়, অসঙ্গত, অবিচার নয় কি?

প্রশ্ন আসবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করার পূর্বে কি ছাত্র অনুপাতে এবং সকল মেধাবীদের জন্য ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা ও বৃত্তির টাকার অঙ্কের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, যাতে হলে অবস্থানরত একজন ছাত্রের ৭০%-৭৫% শিক্ষার ব্যয়ভার মেটানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে যারা বড়ো বড়ো পদে অধিষ্ঠিত, তারা অনেকেই লেখাপড়া চালিয়েছেন বৃত্তিকে সম্বল করে। তখন ৭০ টাকা বৃত্তি পেলে বাড়ি থেকে ১০ বা ৩০ টাকা নিয়ে এসে পড়াশোনা করেছেন অনেকে। এ অবস্থা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ছিল। ছাত্রবৃত্তি সেই পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েকবারই সিনেট সভায় লিখিতভাবে দিয়েছি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বেতনের ব্যাপারে চিন্তা করার কথা বলেছি। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, এবার কেন আমি সিনেটেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা না করে এখন বলছি। সবিনয়ে জানাতে চাই- এই নানা ধরনের ফি বৃদ্ধির কোনো রূপরেখা বাজেটে নেই, তাই আলোচনার প্রশ্নও আসেনি। তাছাড়া উপাচার্যের ভাষণ ও বাজেট বক্তৃতার ওপর আলোচনার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হয়েছিল ৫ মিনিট, আর বাজেট বই দিয়েছিল দুদিনের অধিবেশনের প্রথম দিন সভা শুরুর সময়।

যা হোক, মুক্তবাজার অর্থনীতির ডামাডোলে একটি কথা অনেকেই বিস্মৃত হচ্ছেন, তা হলো- শিক্ষায় বরাদ্দ হয় না, করতে হয় বিনিয়োগ। রাষ্ট্র যদি শিক্ষায় বিনিয়োগ করে তবেই পাবে ভবিষ্যতের কর্ণধার। বর্তমানে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট উঠিয়ে দিয়ে সে অর্থ শিক্ষায় বিনিয়োগের পরামর্শ যদি কেউ দেন, তাহলে? দেশে মানুষ তৈরি হলে পুলিশ তৈরিতে এতো বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় কেন?

তাই মানুষ তৈরির জন্যই শিক্ষাকে আজ অবৈতনিক করা অত্যন্ত জরুরি, আর গরিব দেশের জন্যই তা প্রয়োজন প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত। ধনী হলে প্রয়োজন হতো না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমরা নৈতিকতাসম্পন্ন মানুষ তৈরি করতে পারছি না বলেই তো সারা দেশে ব্যক্তিস্বার্থে অবিচল একদল দুর্নীতিবাজকে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলা যায়, বেতন-ফি বৃদ্ধি বা ৭০% কমিয়ে নয়, পারলে একেবারেই উঠিয়ে দিয়ে মানুষ তৈরির পথ আমাদের সুগম করতে হবে। আমাদের ঠিক করতে হবে সমাজে আমরা কি চাই। একটি দেশের ভূখণ্ড রক্ষার জন্য যেমন প্রয়োজন দক্ষ, সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী, তেমনি একটি সভ্য দেশের বা সমাজের সভ্যতাকে ধারণ, লালন ও বহন করার জন্য চাই শিক্ষা। যদি আমরা শিক্ষিত ও সভ্য সমাজ চাই তাহলে শিক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। তাই আজ প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির- অনুৎপাদনশীল খাতে অগ্রাধিকার নয়। অগ্রাধিকার পাক আহার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সবার জন্য বাসস্থান। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী করে দেশকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কঠোর ত্যাগ, সংযম, কৃচ্ছসাধনের জন্য গোটা জাতিকে দৃঢ় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ করাই হোক আজকের সমাজ সচেতন প্রতিটি মানুষের কাজ।

এ. এন. রাশেদা : শিক্ষক, নটরডেম কলেজ; সম্পাদক, শিক্ষাবার্তা; সিনেট সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।